Ramakrishna Vivekananda Mission

Junior High School

Model Answer Paper -- 2020

Class -- V

Subject -- Geography

Time :- 2:30 hrs. **Full Marks -- 100**

---

১) পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও–

ক) পৃথিবীর উষ্চতম পর্বত শৃঙ্গের নাম হল মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার) ।
খ) ভারত মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত ।
গ) ভারতের বৃহত্তম কয়লা খনি ঝরিয়া ।
ঘ) আমেদাবাদকে ভারতের ম্যানচেস্টার বলে ।
ঙ) পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় ।
চ) আরব সাগরের রানী বলা হয় কেরালার কোচিকে ।
ছ) জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ ।
জ) পর্বত আরোহণে যারা দক্ষ তাদের শেরপা বলে ।
ঝ) ভুটানের রাজধানীর নাম হল থিম্পু ।
ঞ) কালো মাটির স্থানীয় নাম রেগুর ।
ট) হায়দ্রাবাদ শহরটি মুসি নদীর তীরে অবস্থিত ।
ঠ) ভারতের একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম ব্যারন ।
ড) ভুটানের উত্তেজক পানীয় হলো 'চাঙ' ।
ঢ) মূল মধ্যরেখার মান 0°
ণ) এশিয়ার বৃহত্তম হাওয়া কল গুজরাটের লাম্বাতে গড়ে উঠেছে ।

২) সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো–

ক) ভারতের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা ।

খ) অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় বক্সাইট থেকে ।

গ) পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম কয়লা খনি রানীগঞ্জ ।

ঘ) কর্নাটকের শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ।

ঙ) ভারতের একক বৃহত্তম শিল্প কার্পাস বয়ন শিল্প ।

চ) সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় বিমানে ।

ছ) একসাথে অনেক লোক যেতে পারে ট্রেনে ।

জ) ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ।

ঝ) ভারতে সর্বশেষ জনগণনা হয়েছে ২০১১ সালে ।

ঞ) নেপালের দীর্ঘতম নদী কালিগন্ডক ।

ট) ভুটানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ চোমোলারী ।

ঠ) সুন্দরবনের প্রধান গাছ হল সুন্দরী ।

ড) গঙ্গার প্রধান উপনদী হল যমুনা ।

ঢ) নিরক্ষরেখার মান ০° ।

ণ) সূর্য হল একটি নক্ষত্র ।

৩) শূন্যস্থান পূরণ করো-

ক) তিনদিক স্থলদ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে উপসাগর বলে ।

খ) বর্তমানে ভারতে বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১৯.৪৫ ভাগ ।

গ) দার্জিলিং এর চা স্বাদে-গন্ধে জগৎ বিখ্যাত ।

ঘ) অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে তামা মিশিয়ে ডুরালুমিন ধাতু তৈরি হয় ।

ঙ) লৌহ ইস্পাত শিল্পকে সব শিল্পের মেরুদন্ড বলা হয় ।

চ) কর্নাটকের ব্যাঙ্গালোরে রেল বগি তৈরি হয় ।

ছ) মুম্বাই কে ভারতের প্রবেশদ্বার বলে ।

জ) নেপালিদের প্রধান খাদ্য ভাত ।

ঝ) ভুটানের দীর্ঘতম নদী হল মানস ।

ঞ) ভুটানের অধিবাসীদের ভুটানি বলে ।

ট) দিয়াশলাই শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করা হয় ।

ঠ) ভারতের বৃহত্তম লিগনাইট কয়লা খনি নেভেলি ।

ড) বর্ষাকালে ভারতের উপর দিয়ে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় ।

ঢ) সুন্দরবন হলো ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্য ।

ণ) কটক মহানদী নদীর তীরে অবস্থিত ।

৪) টিকা-

ক) **পাট-**

পাট ভারতের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল । পাট উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম । পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে । তাই পাটকে সোনার তন্তু বলা হয় ।

পাট চাষের অনুকূল পরিবেশ-

১) পাট চাষের জন্য ২৫°-৩৫° সেলসিয়াস উষ্ণতার প্রয়োজন ।
২) পাট চাষের জন্য ১৫০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ।
৩) উর্বর পলিমাটি ও ভারি দোআঁশ মাটিতে চাষের পক্ষে উপযোগী ।
৪) সমতল নিম্নভূমি পাট চাষের উপযোগী ।
৫) পাট পচানোর জন্য বদ্ধ জলাশয় থাকা দরকার ।

পাট উৎপাদক অঞ্চল-

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ , অসম , বিহার , ওড়িশা , উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পাট উৎপাদিত হয় । পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করে ।

ব্যবহার- পাট থেকে চট , থলে , দড়ি , ত্রিপল , কার্পেট , পর্দা , ব্যাগ প্রভৃতি তৈরি হয় ।

শ্রেণীবিভাগ- ভারতের দুই ধরনের পাট হয় যথা- তোষা পাট ও সাদা পাট ।

গবেষণাগার- পাট গবেষণাগার পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে অবস্থিত ।

খ) **ম্যানগ্রোভ বনভূমি-**

<u>জলবায়ু-</u> উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে যেখানে বৃষ্টিপাত ১৫০-২০০ সেমি ।

<u>অবস্থান-</u> গঙ্গা , মহানদী , গোদাবরী ও কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এর নিম্ন জলাভূমিতে এই উদ্ভিদ জন্মায় ।

<u>গাছের নাম-</u> সুন্দরী , গরান , গেওয়া , ক্যাওড়া , হোগলা , গোলপাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মায় ।

<u>ব্যবহার-</u> এই বনভূমির শক্ত কাঠ নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । গোলপাতা ও হোগলা ঘর ছাওয়ার কাজে লাগে ।

গ) **<u>আকরিক লোহা-</u>**

আকরিক লোহাকে খনি থেকে তুলে কয়লা ও চুনাপাথর এর সাহায্যে গলিয়ে পরিস্রুত লোহা পাওয়া যায় । এই পরিস্রুত লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ , নিকেল , ক্রোমিয়াম প্রভৃতি লৌহ সংকর ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয় ।

<u>ব্যবহার-</u> ১)যন্ত্রপাতি নির্মাণ ২) জাহাজ , রেল ইঞ্জিন , রেলগাড়ির চাকা প্রভৃতি তৈরিতে ৩)কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ৪) সমরাস্ত্র নির্মাণে ৫) কড়া , খুন্তি নির্মাণে ৬) রড , বীম প্রভৃতি গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে ৭) কলকারখানা , সেতু তৈরিতে লোহা ব্যবহৃত হয় ।

<u>লোহার শ্রেণীবিভাগ-</u> লোহাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা- ১)ম্যাগনেটাইট ২)হেমাটাইট ৩)লিমোনাইট ৪)সিডেরাইট ।

<u>উৎপাদক অঞ্চল-</u>

১)ওড়িশার- গুরুমহিষানী , সুলাইপাত, বাদাম পাহাড় , বোনাই ।
২)কর্নাটকের- বাবাবুদান , দোনাইমালাই , কুদ্রেমুখ , হোমদুর্গ ।
৩)ছত্রিশগড়ের- দিল্লিরাজহারা , বায়লাডিলা ।
৪)গোয়ার- পিরনা , সিরিগাও , কুডনেস , বারজান ।
৫)ঝাড়খণ্ডের- নোয়ামুন্ডি , গুয়া , বুদাবুরু , পানসিরুবুরু ।
৬)অন্ধ্রপ্রদেশের- কুডাপ্পা , কুর্নুল , আনন্তপুর ।
৭)তামিলনাড়ুর- সালেম , মাদুরাই , তিরুচিরাপল্লি ।
৮)মহারাষ্ট্রের- চান্দা , রত্নাগিরি ।

৫) পার্থক্য লেখ-

ক)

উত্তর ভারতের নদনদী	**দক্ষিণ ভারতের নদনদী**
১)এই নদীগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন ।	১)এই নদীগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ।
২)এই নদীগুলিতে নৌকা চালানো সম্ভব ।	২)এই নদীগুলিতে নৌকা চালানো অসম্ভব ।
৩)নদী গুলিতে সারাবছর জল থাকে ।	৩)নদী গুলিতে সারা বছর জল থাকে না ।
৪)এই নদীগুলির গতিপথ প্রায়ই পরিবর্তিত হয় ।	৪)এই নদীগুলির গতি পথ পরিবর্তিত হয় না ।

খ)

প্রচলিত শক্তি	অপ্রচলিত শক্তি
১)যেসব শক্তি বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে বলে প্রচলিত শক্তি । ২)পৃথিবীর সকল দেশে এই শক্তি ব্যবহার করা হয়। ৩)প্রচলিত শক্তির ভান্ডার সীমিত । ৪)এই শক্তির উৎপাদন ব্যয় বেশি । ৫)এই শক্তি উৎপাদনে পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয় ।	১)বর্তমানে যেসব শক্তির ব্যবহার এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি সেগুলোকে অপ্রচলিত শক্তি বলে । ২)কারিগরি বিদ্যায় উন্নত দেশগুলিতে এর ব্যবহার বেশি । ৩)অপ্রচলিত শক্তি পুনর্ভব বা নবীকরণ যোগ্য । ৪)এই শক্তির উৎপাদন ব্যয় কম । ৫)এই শক্তি উৎপাদনে পরিবেশের দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না ।

৬) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও-

ক) ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র অনুযায়ী ভারতের ভূ-খণ্ডকে নয়টি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় । যথা-

১) উত্তর ও উত্তর পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল ও মেঘালয় মালভূমি ।

২) উত্তর ভারতের বৃহৎ সমভূমি অঞ্চল ।

৩) মরু অঞ্চল ।

৪) মধ্য ও পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি ।

৫) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ।

৬) উপকূলের সমভূমি ।

৭) দ্বীপ অঞ্চল ।

মেঘালয় মালভূমিতে গারো , খাসি , জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড় আছে ।

খ) আমাদের দেশে উৎপন্ন কৃষিজ ফসলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন- ১)রোপনের সময় অনুসারে ২)ব্যবহারের গুরুত্ব অনুসারে ।

১) রোপণের সময় অনুসারে উৎপন্ন কৃষিজ ফসলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন-

খারিফ শস্য - যেসব শস্য বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে চাষ করা হয় তাদের খারিফ শস্য বলে । যেমন- ধান , পাট , ভুট্টা , জোয়ার প্রভৃতি ।

রবি শস্য- প্রধানত জলসেচের উপর নির্ভর করে শীতকালে যেসব ফসলের চাষ করা হয় সেইসব ফসলকে রবিশস্য বলে । যেমন- গম , যব , সরষে , আলু প্রভৃতি ।

২) ব্যবহারের গুরুত্ব অনুসারে কৃষিজ ফসল কে মোটামুটি 6 ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-

i)**খাদ্য ফসল-** ধান , গম , ভুট্টা , জোয়ার , বাজরা প্রভৃতি ।

ii) **তন্তু ফসল-** কার্পাস , পাট , শান প্রভৃতি ।
iii) **পানীয় ফসল-** চা , কফি ।
iv) **ডাল জাতীয় ফসল-** মুগ , মসুর , ছোলা প্রভৃতি ।
v) **শর্করা জাতীয় ফসল-** ইক্ষু , বিট প্রভৃতি ।
vi) **তৈলবীজ-** সরষে , তিল , তিসি , বাদাম , সূর্যমুখী প্রভৃতি ।

অর্থকরী ফসল- যেসব ফসল বিক্রি করে কৃষকদের অর্থাগমের সুযোগ হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে । যেমন- পাট , কার্পাস ইত্যাদি ।

বাগিচা ফসল- যেসব ফসল একবার রোপনের পর দীর্ঘদিন ধরে ফলন পাওয়া যায় তাদের বাগিচা ফসল বলে । যেমন- চা , কফি , রবার ইত্যাদি ।

দুটি উচ্চ ফলনশীল ধানবীজের নাম- জয়া , রত্না , আই.আর.এইচ ।

গ) **কয়লার ব্যবহার-**

১) কয়লা পুড়িয়ে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় ।
২) বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন করতে ব্যবহৃত হয় ।
৩) বাষ্পীয় জাহাজ ও রেল ইঞ্জিন চালাতে প্রয়োজন হয় ।
৪) সিমেন্ট শিল্পে কয়লা প্রয়োজন হয় ।
৫) ইট ও টালি পড়াতে কয়লা ব্যবহার হয় ।
৬) সার শিল্পে কয়লা ব্যবহার হয় ।
৭) গৃহস্থলীর জ্বালানিতে কয়লা ব্যবহার হয় ।

লৌহ-ইস্পাত শিল্পে ইস্পাতকে শক্ত করার জন্য এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয় রোধ করার জন্য ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করা হয় ।

ঘ) লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন-
১) লৌহ ইস্পাত শিল্পের প্রধান উপাদান আকরিক লোহা ও কয়লা খনির নৈকট্য ।
২) গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ ম্যাঙ্গানিজ , চুনাপাথর , ডলমাইট, ক্রোমিয়াম ও নিকেল খনির নৈকট্য ও সহজলভ্যতা ।
৩) অত্যাধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞান ।
৪) মূলধনের প্রাচুর্য ।
৫) লৌহ-ইস্পাত শিল্পের চাহিদা ।

পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আছে ।

৬) **ভুটানের জলবায়ু-** ভুটান আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত । গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ১০-১৫ সেমি , শীতকালে উঁচু অঞ্চলে উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায় । বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ.৫০০-৭০০ সেমি ।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ- পার্বত্য অঞ্চলে বীচ , ম্যাপল , বার্চ , অ্যাস ওক , রডোডেনড্রন , ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি গাছ জন্মায় । তরাই অঞ্চলে শাল , সেগুন , শিশু , গর্জন প্রভৃতি গাছ জন্মায় ।

ভুটানের প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ।